প্রথম আলো

তারিখ ... JUN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নীতিমালা করতে কমিটি

এমপিওভুক্তিতে প্রয়োজন ৬০০ কোটি, মিলেছে ১১২ কোটি টাকা

শরিফুজ্জামান ●

এই মুহূর্তে দেশের মোট বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৩ হাজার ৫৪৫টি। এর মধ্যে ২৬ হাজার ৩৬০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেতন-ভাতার সরকারি অনুদান (এমপিওভুক্ত) পায়। বাকি প্রায় সাত হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় আছে।

শিক্ষা কর্তৃপক্ষের পর্যালোচনায় দেখা গেছে, সাত হাজারের মধ্যে প্রায় চার হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করা প্রয়োজন। এই খাতে ২০০৯-১০ অর্থবছরে অতিরিক্ত ৬০০ কোটি টাকা প্রয়োজনের কথা বলেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এ সংক্রান্ত প্রস্তাবও পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে মাত্র ১১২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

জানা যায়, এত কম টাকায় এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা যাবে না। যে কারণে গতকাল শনিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় এমপিওভুক্তির নীতিমালা প্রণয়নে একটি কমিটি গঠন করেছে। ওই কমিটি এমপিও প্রদানের বিদ্যমান ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে ওই ব্যবস্থাকে আরও ফলপ্রসূ করতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে এমপিও প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করবে কমিটি। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা আলাউদ্দিন আহমেদ ১০ সদস্যের ওই কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

জানা যায়, প্রায় ছয় বছর ধরে এমপিওভুক্তি বন্ধ থাকায় যোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি সুবিধা পেতে অস্থির হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে এমপিওভুক্তির খবরে তদবিরবাজ ও স্থানীয় প্রতারকচক্র নড়েচড়ে বসেছে। তারা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে এমপিওভুক্তির আশ্বাস দিয়ে আর্থিক চুক্তি করছে বলে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে ইতিমধ্যে অভিযোগ আসছে।

শিক্ষাসচিব সৈয়দ আতাউর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, এমপিওভুক্তির নীতিমালা তৈরি ও যাচাই-বাছাইয়ের জন্য ১০ সদস্যের কমিটি কাজ করবে। নীতিমালার বাইরে এমপিওভুক্তির কোনো সুযোগ নেই। এক প্রশ্নের জবাবে সচিব

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

এমপিওভুক্তিতে প্রয়োজন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলেন, এই খাতে ১১২ কোটি টাকা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তবে পরবর্তীকালে এই খাতে বরাদ্দ আরও বাড়বে। এ প্রসঙ্গে তিনি বিনামূল্যে মাধ্যমিকের বই দেওয়াসহ নতুন কিছু খাতে অর্থ বরাদ্দের কারণে এমপিও খাতে বরাদ্দ পর্যাপ্ত হয়নি বলে উল্লেখ করেন।

এদিকে বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, প্রয়োজনীয় শিক্ষক বা শিক্ষার্থী ছাড়া অলীক প্রতিষ্ঠান যাতে এমপিওভুক্ত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা হবে।

১০ সদস্যের কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, সাংসদ শাহ আলম, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (কলেজ), বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক এবং সরকার সমর্থক বেসরকারি শিক্ষক সংগঠনের প্রধান শিক্ষক নেতা।

বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এম এ বারী বলেন, দীর্ঘদিন পর এমপিওভুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সরকারকে ধন্যবাদ, তবে যোগ্য প্রতিষ্ঠান যাতে আগে এমপিওভুক্ত হয় এবং এটা নিয়ে যাতে কোনো রকম বিতর্ক তৈরি না হয়, সেটাই চায় শিক্ষকসমাজ।